ছাত্রদল সংকটের সমাধান আসছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

১ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১ জুলাই ২০১৯ ০৮:৩৫

ছাত্রদলের চলমান সংকট সমাধান আসছে। ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধরা গতকাল রবিবার বিএনপির সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলে এ সমাধান আসে বলে জানা গেছে। ছাত্রদলের যেসব নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা নেওয়া হয়েছে। বহিষ্কৃতদের বহিষ্কারাদেশে প্রত্যাহারের পাশাপাশি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে সিদ্ধান্ত দেন তা মেনে নেবেন বিক্ষুব্ধরা। বৈঠকে বিক্ষুব্ধরা এমন দুটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন বলে জানা গেছে।

রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের নয়াপল্টনের অফিসে এ বৈঠক হয়। গয়েশ্বর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, ছাত্রদলের বহিষ্কৃত নেতা এজমল হোসেন পাইলট, ইকতিয়ার রহমান কবির, জয়দেব জয়, মামুন বিল্লাহ, আসাদুজ্জামান আসাদ, বায়েজীদ আরেফিন, দবির উদ্দিন তুষার, গোলাম আজম সৈকত, আবদুল মালেক, আজিম পাটোয়ারী, বাসার সিদ্দিকী, জহির উদ্দিন তুহিন প্রমুখ।

বয়সের সীমা না রেখে ধারাবাহিক কমিটি গঠনের দাবিতে টানা দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আন্দোলন করে আসছেন ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটির নেতারা। তারা নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি এমনকি কার্যালয়ে বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। এরই মধ্যে কাউন্সিলের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হলে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন তারা।

একপর্যায়ে বিএনপি ও ছাত্রদল থেকে ১২ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এরপরও তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার না করে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার ও কাউন্সিলের তফসিল বাতিলের দাবি জানান। এক পর্যায়ে সংকট সমাধানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার বিক্ষুব্ধদের নিয়ে বৈঠক করেন। কিন্তু সেখানে সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। আন্দোলন ও মনোনয়ন ফরম বিতরণ স্থগিত রাখা হয়। ছাত্রদলের এ সংকট সমাধানে করণীয় নিয়ে শনিবার স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে তারেক রহমান স্থায়ী কমিটির দুজন সদস্যকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছেন। ছাত্রদল নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে যারা আন্দোলন করছেন, তাদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদের যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক ও তাঁতী দলে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে বলেছেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে এ পদ দিতে সুপারিশও করতে বলেছেন। সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করতে ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে বসার নির্দেশ দেন তারেক রহমান। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশেই বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্থায়ী কমিটির ওই দুই নেতা। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে বিক্ষুব্ধরা ছাত্রদল নিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। নির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আলোচনার এক পর্যায়ে বিএনপি নেতারা বলেন, যা হওয়ার হয়েছে। এখন আমরা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান চাই। এ ব্যাপারে তাদের মতামত নেওয়া হয়। সব শেষে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেন। সংকটের সমাধান হিসেবে বহিষ্কৃতদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হবে বলে জানানো হয়।

এ ব্যাপারে তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার চেয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছে। আজকালের মধ্যেই তারা আবেদন করবেন। বিনিময়ে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে তা বিক্ষুব্ধদের মানতে হবে বলে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর নেওয়া হয়। ছাত্রদল বা দলের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে তারেক রহমান যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাও তাদের মানতে হবে। এতে সম্মতি জানান বিক্ষুব্ধরা। তা ছাড়া তাদের দিয়ে একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করারও প্রস্তাব দেন বিক্ষুব্ধরা।